মাঝারি তাপদাহে পুড়ছে মেহেরপুর

মেহেরপুরে প্রায় এক সপ্তাহের বেশী তীব্র তাপদাহে মানুষ থেকে শুরু সকল প্রাণীকুল হাসফাঁস শুরু হয়েছে। জেলাতে প্রতিদিনই বাড়ছে তাবদাহের দাপট। কাঠফাটা রোদ আর ভ্যাপসা গরমে নাভিশ্বাস চারদিক। সেই সঙ্গে গরমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে জনজীবন। তাপদাহ ও প্রচন্ড গরমে রোজাদারদের কাছে ইফতারিতে ডাব, বেল, আনারস, আখের রসের চাহিদা বেড়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১১ এপ্রিল) বেলা ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান জানিয়েছেন, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। আজ মঙ্গলবার বেলা ৩ টার সময় মেহেরপুর জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাতাসের আদ্রতা ০৯ শতাংস। এর আগে বেলা ১২ টার সময় জেলার তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৭.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। বাতাসের আর্দতা ছিল ১২ শতাংস। আরও এক সপ্তাহ যাবৎ এই তাপমাত্রা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে, ২০ তারিখের পর তাপমাত্রা কমতে পারে।

আবহাওয়া অধিদফতর আরও জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনে জেলার তাপমাত্রা বেড়ে ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশি হয়ে তাপপ্রবাহ তীব্র হতে পারে। একই সঙ্গে আগামী ১০ দিনের মধ্যে কোনো বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

এদিকে প্রচন্ড গরম ও তীব্র তাপদাহে মেহেরপুর জেলা শহর, গাংনী উপজেলা শহর ও মুজিবনগর উপজেলা শহরসহ বিভিন্ন স্থানে ও হাটবাজারে আখের রস, বেল, তরমুজসহ অন্যান্য সরবত জাতীয় পানীয়র বিক্রি বেড়েছে।

জানা গেছে, গত ৯ দিন ধরে এ জেলায় তাবদাহের দাপট দিন দিন বাড়ছে। সকাল থেকেই সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে প্রকৃতি হয়ে উঠেছে রুক্ষ। সেই সঙ্গে রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গরম। সূর্য্যের প্রখর তাপে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ এক প্রকার যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘর থেকে বের হলেই গরম বাতাস বিধছে আগুনের হুংকারের মতো।

অনেকে সামান্য স্বস্তির জন্য ছুটে চলেছেন গাছের ছায়া তলে। গরমে হাঁসফাঁস করছে প্রাণিকুলও। তবে এ তাপদাহের কারণে অনেকটাই বিপাকে পড়ছে রোজাদারসহ নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া লোকজন।

গাংনী বাজারের ক্রেতা আব্দুর রহিম ও জালাল উদ্দীন এসেছিলেন বেল ও আখের রস কিনতে। তারা দুজনেই জানান, প্রচন্ড গরমের কারণে এখন বেলের দামও বেড়েছে আকাশচুম্বি। ছোট ছোট বেল পাওয়া যাচ্ছে ৩০ টাকা, মাঝারী বেল ৫০ থেকে ৬০ টাকা এবং বড় সাইজের বেল কিনতে হচ্ছে ৮০ থেকে ৯০ টাকা। তারপরেও ঠিকমত পাওয়া যাচ্ছেনা।

জেলা শহরের বড় বাজার এলাকায় ডাব কিনতে আসা তাইজেল হোসেন জানালেন, এই তীব্র গরমে ইফতারের সময় একটু আখের রস খেতে পারলে ভাল লাগে। কিন্তু আখের রস আগে এক গ্লাস ১০ টাকা ছিল। এখন সেটা বেড়ে ৩০ টাকা হয়েছে। এছাড়া এক একটা ডাব বিক্রি হচ্ছে ১০০ টাকা থেকে ১২০ টাকা পর্যন্ত।

গাংনী হাসপাতাল বাজার এলাকার ডাব বিক্রেতা শিশিরপাড়া এলাকার আমিরুল ইসলাম ও রুহুল আমিন বলেন, একটা ছোট সাইজের ডাব ৮০ থেকে ৯০ টাকা এবং বড় সাইজের একটা ডাব ১০০ থেকে ১২০ টাকায় বিক্রি করছি। এই প্রচন্ড গরমে ডাবের চাহিদা বাড়ায় আমরা বেশি দাম দিয়ে গাছ মালিকদের কাছ থেকে ডাব কিনে আনছি। তাই ডাবের বাজার অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই সময় বেশী।

আনারস ব্যবসায়ী শামীম জানান, এই সময়ে আনারসের চাহিদা বাড়ছে। প্রচন্ড গরমে মানুষ যখন আলসে হয়ে পড়ে। তখন আনারুস খেয়ে শরীরের ক্লান্তিতা দুর করেন।

আখের রস বিক্রেতা জাহারুল ইসলাম বলেন, বছরজুড়ে আখের রস বিক্রি হলেও রোজা আসার পর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই সবের ভালো চাহিদা বেড়েছে। দৈনিক ভালো বিক্রি হচ্ছে। প্রতিদিন ৪/৫ হাজার টাকার রস বিক্রি হচ্ছে বলে জানালেন তিনি। জাহারুল ইসলাম আরও বলেন, এমনিতেই পাড়া মহল্লায় আখের রসের ভালো চাহিদা রয়েছে। তবে রোজা আসায় তার বিক্রি আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। প্রতি গ্লাস আখের রস ৩০ টাকায় বিক্রি করছেন। আর এক লিটার রস বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকায়। দৈনিক ২ হাজার টাকা বিক্রি করছেন বলে জানান।

সরবত বিক্রেতা শহিদুল ইসলাম বলেন, রোজার শুরুতে স্বাভাবিকভাবে অন্য সময়ের মতো সরবত বিক্রি হয়না। ইফতারির সময় সারাদিনের বিক্রি একবারে হয়ে যায়। তারপরেও তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রি কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মেহেরপুরে দুস্থ কম্পিউটার প্রশিক্ষানার্থীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ

বহুমুখী মানবকল্যান সংস্থা ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের যৌথ আয়োজনে “দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন “শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় “কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন” প্রশিক্ষানার্থীদের মাঝে উপকরণ বিতরণ করা গয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে সংগঠনের মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ে মুজিবনগর উপজেলার প্রথম ব্যাচের ৩০ প্রশিক্ষনার্থীদের এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এতে বহুমুখী মানবকন্যান সংস্থার জেলা শাখার সভাপতি নুরুল আহমেদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অধ্যক্ষ প্রফেসর রফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি প্রফেসর হাসানুজ্জামান মালেক। এসময় প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর জয়নুল আবেদীনসগ প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশের কোর্টগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ মামলা

বিচারাধীন—-প্রধান বিচারপতি

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী বলেন, বাংলাদেশের সমস্ত কোর্টগুলোতে প্রায় ৪০ লক্ষ মামলা বিচারাধীন রয়েছে। এই মামলার জট কমাতে বিচারক এবং আইনজীবিগণ এক সাথে চেষ্টা করা হচ্ছে।

আজ মঙ্গলবার (১১ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জজকোর্ট চত্তরে বিচারপ্রার্থীদের জন্য প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে নির্মাণাধীন “ন্যায়কুঞ্জে”র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতি।

এসময় বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার মো: তোফায়েল হাসান, মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মো: শহিদুল্লাহ, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, মেহেরপুর পুলিশ সুপার মো: রাফিউল আলম, জজকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট পল্লব ভট্টাচার্য, আইনজীবি সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী আরও বলেন, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে গত বছর ৮২ হাজার মামলা ফাইল হয়েছে। মামলাগুলোর মধ্যে ৭৯ হাজার মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। অর্থাত নিস্পত্তি হয়েছে শতকরা ৯৫ ভাগ। জেলা পর্যায়ের জুডিসিয়ারীতেও যে মামলা ফাইল হয়েছে, অর্ধেকেরও বেশী জেলাতে কেস নিস্পত্তির সংখ্যা মামলা ফাইল যত হয়েছে তার চেয়ে বেশি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে।

প্রধান বিচারপতি বলেন, এই দেশের ৪০ লক্ষ মামলার জন্য জাজের সংখ্যা মাত্র দুই হাজার। এট খুবই অপ্রতুল। আমরা চেষ্টা করছি, নতুন বিচারক নেওয়ার। ইতোমধ্যে ১০২ জন বিচারক নেয়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। পুলিশী তদন্তে আছেন তারা। আমরা এই বছরের মধ্যেই তাদের নিয়োগ দিতে পারবো। এছাড়া ১০০ জাজ নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী আরও বলেন, আমরা আশাবাদি, বিচারকগণ পরিশ্রম করেই মামলাজট সুরাহা করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আইনজীবীগণকে আদালতকে সহায়তা করার আহবান জানান। যাতে করে সবাই এক সাথে মামলাজটকে রিমুভ করতে পারি।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, এই দেশের মালিক জনগণ। প্রতিদিন আদালত

যুবলীগ নেতা সুইটসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজী মামলা

মেহেরপুরে চাঁদাবাজীর অভিযোগে যুবলীগ নেতা সাহিদুজ্জামান সুইটসহ তিন জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন আব্দুর বারী ফারুখ নামে এক ব্যক্তি। মামলার অপর আসামীরা হলেন সুইটের ভাই মো. লিভু ও মো. রানা।

গত ৭ এপ্রিল শুক্রবার মেহেরপুর সদর থানায় বাদী এ মামলা দায়ের করেন। আসামী সহিদুজামান সুইট (৩৬) ও মো. লিভু (৪০) শহরের পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ড পাড়াার মৃত আমজাদ হোসেনের ছেলে এবং মো. রানা (৩৫) একই পাড়ার মো. নজুর ছেলে।

লিখিত এজাহারে বাদীর অভিযোগ, আসামীগন মাদক ব্যবসায়ী ও চাঁদাবাজ প্রকৃতির লোক। তারা এলাকায় মাদক ব্যবসা ও চাঁদাবাজী করে জীবিকা নির্বাহ করে। বাদী মোদীখানার পাইকারী ব্যবসায়ী। বাদীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম আফিল ট্রেডার্স। বাদীর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি উক্ত জমি বিক্রয়ের জন্য ঘোষণা করিলে আসামীগন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় বাদীকে বলে জমি বিক্রয় করিলে আসামীকে চাঁদা দিতে হইবে নইলে জমি বিক্রয় করিতে পারবেন না জানায়।

গত ৩০ মার্চ অনুমান সকাল ১০টার দিকে আসামীগন বাদীর দোকানে ‘যান এবং বাদীকে এবং বাদীর পরিবারের লোকজনদের খুন জখমের ভয়ভীতি প্রদর্শন করিয়া নগদ দুই লক্ষ টাকা চাঁদা দাবী করে। বাদী মোদীখানার দোকান আফিল ট্রেডার্সের মধ্যে মোঃ সিরাজ ও মোঃ আঃ কুদ্দুস মেঘা উপস্থিতে ১নম্বর আসামী সহিদুজামান সুইট ও ৩ নম্বর আসামী মোঃ রানার হাতে নগদ এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা চাঁদা দেন।

বাদী এজাহারে আরো বলেন, আসামীরা জমি ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সময় ক্রেতারা আসলে তাদেরকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে তাড়িয়ে দেয়। জমি বিক্রয়ের সংবাদ পেয়ে আসামীগন বাদীকে এবং বাদীর ম্যানেজার সিরাজকে ৪এপ্রিল সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সময় বাস ষ্ট্যান্ড পাড়ায় বাদীর জমির উপর মারতে যায় ও হুমকি দিয়ে বলে যে চার লক্ষ টাকা চাঁদা দিতে হবে বলে আসামীগন ভয়ভীতি হুমকী দিয়া চলে যায়।

গাংনীতে বিদ্যুত লাইনের তারে জড়িয়ে শিশু আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শহরের পশু হাসপাতাল পাড়ায় বিদ্যুত লাইনের তারে বেধে যাওয়া ঘুড়ি পাড়তে (নামাতে) গিয়ে জুবায়ের হোসেন
(১০) নামের এক শিশু বিদ্যুত স্পৃষ্টে আহত হয়েছে। শিশু জুবায়ের পশু হাসপাতাল পাড়ায় বসবাসকারি ও টায়ার ব্যবসায়ি মহব্বত আলীর ছেলে।

আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে নিজ বাড়ির পাশে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান,শিশু জুবায়ের এদিন বিকেলে ঘুড়ি উড়াচ্ছিল। ঘুড়িটি হঠাৎ বিদ্যুত লাইনের মেইন তারে জড়িয়ে যায়। জুবায়ের একটি লোহার রড দিয়ে খোঁচা দিয়ে ঘুড়িটি নামাতে যায়।

এসময় বিদ্যুত স্পৃষ্টে সে গুরুতর আহত হয়। পরিবার ও প্রতিবেশীরা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

গাংনী উপজেলার সর্বস্তরের মানুষের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসকের মতবিনিময়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সরকারী কর্মকর্তা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবীদ, সাংবাদিক ও সুধীজনদের সাথে মতবিনিময় করেছেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

আজ সোমবার (১০ এপ্রিল) ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে এসভা অনুষ্ঠিত হয়। নবাগত জেলা প্রশাসক

“বোমা গুলু থুয়ে গেলাম পরের বার তোদের মাথাই ফেলবো কথাটা মোনে রাখিস”

“বিষ লাক টকা চাদা না দেওয়া পজন্ত এই ঘরে একটা ইট গাতা জদি হয় তাহলে এই বোমা গুলু থুয়ে গেলাম পরের বার তোদের মাথাই ফেলবো কথাটা মোনে রাখিস” চিরকুট সংবলিত ৪ হাতবোমা সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার (১০ এপ্রিল) সকালর ৯ টার দিকে গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান ও এসআই জিয়াউর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্স গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকার বিশারথ আলীর বাড়ির সামনের সিঁড়ি থেকে এই বোমা সাদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করেন। তবে, এগুলো আদৌ বোমা কিনা তা পরীক্ষা নিরিক্ষা করছেন পুলিশ।

এর আগে সকাল ৭ টার দিকে বিশারথ আলীর বাড়ির সিঁড়িতে বাজার করা একটি ব্যাগের উপর লাল কসটেপ মোড়ানো বোমাগুলি দেখে পুলিশকে খবর দেন বাড়ির লোক।

গাংনী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মাসুদুর রহমান বলেন, হিজলবাড়িয়া গ্রামের মোল্লাপাড়া এলাকার বিশারথ আলীর বাড়ির শিঁড়ির উপর বোমাগুলো দেখে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে এসে বোমা সাদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করে পানি ভর্তি বালতিতে রাখা হয়েছে। বোমার উপর একটি চিরকুট পাওয়া গেছে। সেখানে ২০ লাখ টাকা চাঁদা দাবী করেছে দূর্বৃত্তরা। তবে এগুলো যাছাই বাছাই করা হচ্ছে।

বাড়ির মালিক বিশারথ আলী বলেন, আমি একটি বাড়ি বানাচ্ছি। একারনে, এই বোমা ও চিরকুট রেখে গেছে দূর্বৃত্তরা। এখন আমার পরিবারের মাঝে আতংক শুরু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য ৪ টি বস্তু উদ্ধার করা হয়েছে। সেগুলো আসলে বোমা কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এছাড়া এলাকায় আতংক ধরানোর জন্য যারাই এই কাজটি করেছে তাদের খুঁজে বের করে আইনের আওতায় আনা হবে।

গাংনীতে ৪ বাড়িতে অগ্নিকান্ড; আগুন নেভাতে গিয়ে কৃষক দগ্ধ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজীপুর ইউনিয়নের হাড়াভাঙ্গা গ্রামের হাজীপাড়ায় ৪টি বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় আগুন নেভাতে গিয়ে শফিকুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষক আগুনে পুড়ে মারাত্মক ভাবে আহত হয়েছেন। কৃষক শফিকুল ওই গ্রামের আবু সৈয়দ মন্ডলের ছেলে।

গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে ওই গ্রামের শফিকুল ইসলামসহ ৪টি বসতবাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে। বাড়ির রান্না ঘরের চূলা থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়।

আহত শফিকুল ইসলাম জানান, প্রথমে আমার এক প্রতিবেশীর বাড়ির রান্না ঘরের চূলা থেকে আগুন লেগে তার পুরো ঘরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পরবর্তিতে আমার বাড়িসহ আরো ২জনের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় লোকজন দ্রুত সময়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনে খবর দেয়া হয়। ফায়ার সার্ভিসের একটিদল দ্রুত সময়ের মধ্যে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ৪টি বাড়ির আনুমানিক প্রায় ৫ লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এদিকে আগুন নেভাতে গিয়ে কৃষক শফিকুল আহত হয়েছেন। আহত শফিকুলকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক (আরএমও) মারুফ হোসেন জানান, আহত শফিকুল ইসলামের শরীরে ৬০ শতাংশ পুড়ে গেছে। হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

গাংনীতে সেলিম আহমেদের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার (৯ এপ্রিল) গাংনী উপজেলার কাজিপুর কাচারি ফুটবল মাঠে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমেদের সভাপতিত্বে জেলা বিএনপি’র সভাপতি সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টো, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি নাজমুল হক, গাংনী পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহ্বায়ক রেজানুল হক ইমন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ-সভাপতি শাহাবুদ্দিন, কাজিপুর যুবদলের আহ্বায়ক আজমাইন হোসেন, সদস্য সচিব হাসিবুর রহমান বকুলসহ জেলা, উপজেলা, পৌর, ও ইউনিয়ন বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মী সহ বিভিন্ন গ্রাম থেকে আগত প্রায় তিন হাজার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের মদনাডাঙ্গা আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করলেন নবাগত ডিসি

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের মদনাডাঙ্গা আশ্রয়ণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন নবাগত জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।